ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

4 2002

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

নকলবাজিতে শিক্ষকরা এখনো সক্রিয়

শামীমা বিনতে রহমান : দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের নিয়ে বারবার বৈঠক করে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগ সত্ত্বেও পরীক্ষাগুলোয় ব্যাপক নকলবাজির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা একটুও কমেনি। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪টি আবশ্যিক ও ৯টি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষায় নকলে সহযোগিতার দায়ে সারাদেশে প্রায় ২০০ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকলে শিক্ষকদের এই ভূমিকাকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন শিক্ষকদের অসততা এবং দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করলেও শিক্ষকরা দায়ী করেছেন শিক্ষক নিয়োগের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং পরীক্ষা পদ্ধতিকে।

চলতি পরীক্ষায় নকলের কারণে বহিষ্করের সংখ্যা গত বছরগুলোর তুলনায় কম, তবে সরকারের গৃহীত স্বল্পকালীন একশন কর্মসূচির আলোকে বিবেচনা করলে ঐ কর্মসূচি অর্ধেকও সফল নয় বলে শিক্ষকরা প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন। নকলে শিক্ষকদের ভূমিকার একটি ব্যাখ্যা হিসেবে শিক্ষকরা বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করণের এবং কেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় নকলবিরোধী প্রচারণায় জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নির্ভর করার বাস্তবতা ছিল না।

এ বিষয়ে নকল প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের উদ্যোগী শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রতিমন্ত্রী ভোরের কাগজকে বলেন, শিক্ষকদের নিরাপত্তার দিকটি শতভাগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি, তারপরও শুধুমাত্র শিক্ষকদের অসহযোগিতা ও অসততার কারণে নকলের বিরুদ্ধে আমরা শতভাগ সফল হতে পারিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ গণিত পরীক্ষাকে সামনে রেখে দেশের সকল কেন্দ্রের শিক্ষকদের কাছে সতর্কতামূলক চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতেও যদি শিক্ষকদের টনক না নড়ে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন কঠোর ব্যবস্থা হিসেবে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ৯০ শতাংশ সরকারি বেতনভাতা বন্ধ করা হবে বলে জানান।

চলমান এসএসসি ও দাখিল

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নকলবাজিতে শিক্ষকরা এখনো সক্রিয়

শেষের পাতার পর

পরীক্ষা
রিস্থিতি সম্পর্কে দায়িত্বপালনকারী শিক্ষক
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান এবার
রকারের নকলবিরোধী নজিরবিহীন
চারণায় গণসচেতনতা তৈরি হয়েছে।
রীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা
হিনীর ভূমিকাও শক্ত ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী
জনৈতিক সংগঠনের চাপ শহরাঞ্চলের
ন্দ্রগুলোতে কিছুটা কমানো সম্ভব হলেও
হরের বাইরের কেন্দ্রগুলোতে তা মোটেও
র্যকর ছিল না। প্রভাবশালী রাজনৈতিক
তাদের চাপ কেন্দ্র সীমানার মধ্যে
তাটুকু প্রত্যক্ষ তার চাইতে অনেক বেশি
রাক্ষ চাপ ছিল কেন্দ্রে দায়িত্বরত কেন্দ্র
চব শিক্ষক এবং পরিদর্শকদের ওপর।

ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি সূত্রে
না যায়, ঢাকা বোর্ডের অধীনে কেরানীগঞ্জ,
মরাই, ময়মনসিংহের নেত্রকোনা,
শ্বরগঞ্জ, কুমিল্লা বোর্ডের চান্দিনা,
উদকান্দি, চৌদ্দগ্রাম, চট্টগ্রাম বোর্ডের
নোয়ারা, নোয়াখালী, ছাগলনাইয়া এবং
র্বত্য অঞ্চলের তিনটি কেন্দ্র, রাজশাহীর
লফামারী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা,
পাইনবাবগঞ্জ এবং যশোরের ঝালকাঠি,
তক্ষীরা কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক নকল এবং
নলে শিক্ষকদের নগ্ন সহযোগিতা দেখা
ছে।

কুমিল্লার চান্দিনায় কয়েকটি কেন্দ্র
রিদর্শনে গিয়ে দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকদের
কল সরবরাহ এবং নকল করতে দেখেও
দেখার ভান করার কারণ কি জানতে
ইলে নকলে সহযোগিতা করার কারণে
ইস্কৃত একজন শিক্ষক জানান, নকলকারী
রীক্ষার্থীর স্থানীয় প্রভাবশালী অভিভাবকের
নুরোধে নকল দেখেও না দেখার ভান
রতে হয়েছে তাকে। কেন আপনি দায়িত্ব
লনে অবহেলা করেছেন– প্রশ্ন করা হলে
দায়িত্ব থেকে বহিষ্কৃত শিক্ষক জানা
পরীক্ষার হলে ডিউটিতে অনেক চাপ নি
ডিউটি করতে হয়। স্থানীয় প্রভাবশালীে
অনুরোধও চাপের মতোই। অনুরোধ
রাখলে তা জীবনের জন্য হুমকির মতো
তিনি বলেন, এই হুমকি থেকে তো ম
এসে আমাকে বাঁচাবেন না।

একই ধরনের হুমকির আতঙ্ক প্রকাশি
হয়েছিল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কদিন আ
চট্টগ্রাম বোর্ডের আয়োজনে বোর্ড কর্মকর্ত
শিক্ষক-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতবিনি
সভায়। সেখানে শিক্ষকরা সুষ্ঠু দায়ি
পালনে নিরাপত্তাহীনতার প্রসঙ্গ
জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছিলেন।
পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আবশ্যিক বাংলা এ
ইংরেজির চার বিষয় ছাড়া ঐচ্ছিক হিস
বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞা
পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়), ইতিহাস, ব্যবস
পরিচিতি কৃষিশিক্ষা, কম্পিউটার শি
(তত্ত্বীয়), গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং উচ্চত
গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ
পরীক্ষায় সারাদেশে পরীক্ষার্থী বহি
হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার। প্রথম চার
আবশ্যিক পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্
হয়েছিলেন ১০৫ জন এবং পরবর্তী ঐচ্ছি
বিষয়গুলোতে প্রায় ৮৫ জন শিক্ষক-শিক্ষি
বহিষ্কৃত হয়েছেন।

শিক্ষক বহিষ্কারের এই ব্যাপকতা প্রস
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনে
মহাসচিব অধ্যাপক কাজী ফারু
আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হ
শিক্ষক নেতা ভোরের কাগজকে বলে
অভিযুক্ত শিক্ষকদের অভিযোগ যথা
প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাদের শিক্ষক
পেশা থেকে বহিষ্কার করা হোক। অধ্যাপ
কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, কিন্তু আম
মনে করি ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক অভিযু